ইউনিট ৩

বুদ্ধির উপর বিদ্যালয় ও গৃহের প্রভাব
Influence of School and Home on Intelligence

ভূমিকা

আমরা সকলেই জানি যে, দুটি শিশু এক রকম নয়। সেজন্য পড়াশোনা করা বা শেখার ক্ষমতাও যে সব শিশুর এক রকম হবে তা কখনই সম্ভব নয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রধান কারণ হিসাবে মনোবিজ্ঞানীরা বংশগতি ও পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতাকে চিহ্নিত করেছেন। বংশগতিবাদী গবেষকরা যমজদের নিয়ে গবেষণা করে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতার কথা বলেছেন। পরিবেশের বিভিন্নতা কিভাবে ক্লাসের একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য দায়ী তা শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। অতএব জন্মগতভাবে নির্ধারিত শিশুর লিঙ্গ এবং গৃহ, পরিবার ও স্কুল পরিবেশের যেসব উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বুদ্ধির উপর পৃথক পৃথক প্রভাব রাখে এবং বুদ্ধির উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যকর পদ্ধতি উন্নত দেশেগুলোতে অবলম্বন করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হবে।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইউনিটকে আমরা পাঁচটি পাঠে বিভক্ত করেছি।

পাঠ - ১ পুরুষ ও মহিলাভেদে বুদ্ধি
পাঠ - ২ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শহর- গ্রামের পার্থক্য
পাঠ - ৩ বুদ্ধির উন্নয়নে গৃহের পরিবেশ
পাঠ - ৪ বুদ্ধির উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা
পাঠ - ৫ বুদ্ধি উন্নয়নের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম

পাঠ ১

পুরুষ ও মহিলাভেদে বুদ্ধি
[Gender Differences in Intellectual Functioning]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ছেলে ও মেয়ের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবেন
- বুদ্ধির পার্থক্য বিষয়ক গবেষণাভিত্তিক তথ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বুদ্ধিমত্তার যে যে ক্ষমতার মধ্যে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সেগুলো বলতে পারবেন।

বুদ্ধির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক নির্ভরযেরগ্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা সব সময় সচেষ্ট। এ পার্থক্যের অন্ত নির্হিত কারণ খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা সব সময়ই অত্যন্ত উৎসুক। ছেলেমেয়ের বুদ্ধির পার্থক্য নির্ধারণের জন্য যে প্রচুর গবেষণা হয়েছে তার আংশিক কারণ হল সাম্প্রতিককালের মহিলা গোষ্ঠির সমাজ নির্ধারিত নারীর ভূমিকা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ। এখানে উল্লেখ্য যে ছোটবেলা থেকেই ছেলে ও মেয়ের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদিতে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব, জন্মগতভাবে মেয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্যহেতু তার মস্তিষ্ক ক্ষমতা বা উন্নত চিন্তাক্ষমতা ছেলেদের তুলনায় পৃথক হয় কিনা অথবা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা প্রধানত এরকম পার্থক্য সৃষ্টি করে তা বিবেচ্য বিষয়। এখন ছেলে ও মেয়ের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বনাম দলীয় পার্থক্য

ছেলে ও মেয়ের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি সু-প্রতিষ্ঠিত ঘটনা মনে রাখতে হবে। প্রথমটি হল দু'জন ব্যক্তির মধ্যেকার পার্থক্য প্রায় সব সময় বিভিন্ন দলের পার্থক্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিষয় হল যেসব গবেষণায় ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য তুলনা করা হয়েছে সেসব গবেষণার তথ্য ব্যাখ্যা করার সময় আচরণের উপর জৈবিক প্রভাবকে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে কদাচিৎ পৃথক করা সম্ভব। তৃতীয় ঘটনা হল যেসব গবেষণায় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য ধরা পড়েছে সেগুলো অন্যান্য যেসব গবেষণায় সেরকম পার্থক্য পাওয়া যায়নি সাময়িকীতে বেশি ছাপানো হয়েছে বা সভায় বেশি পাঠ করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়ের বুদ্ধির পার্থক্য বিষয়ক গবেষণাগুলোর একটি সম্পর্ণ পূর্বাপর পর্যালোচনা Anastasi (১৯৫৮), Garai and Scheinfeld (১৯৬৮), Maccoby and Jacklin (১৯৭৪), Spence and Helmreich (১৯৭৮) এবং Whitting and Peterson (১৯৭৯) লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব রিপোর্টে উলে-খিত বুদ্ধির বিভিন্ন দিকের পার্থক্য এখানে বিবেচনা করা হবে।

সাধারণ বুদ্ধি (General Intelligence)

সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সব গবেষণার ফলাফল একরকম নয়। এসব গবেষণায় ছেলে ও মেয়ের গড় সাধারণ ক্ষমতার মধ্যে খুব কম পার্থক্য ধরা পড়েছে। আরও দেখা গিয়েছে স্কুল পূর্ব বয়সে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বুদ্ধি অভীক্ষায় বেশি স্কোর পেয়েছে ; অন্যদিকে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেরা সেসব অভীক্ষায় বেশি স্কোর পেয়েছে। তবে সার্বিক বিবেচনায় সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যায় নি।

ভাষা দক্ষতা (Verbal Ability)

সাবলীল ভাষার ক্ষেত্রে মেয়েরা সচরাচর ছেলেদের চেয়ে ভাল করেছে। ভাষার বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম বয়সে কথাবার্তা, বাক্য ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের শব্দ

(word) ব্যবহার করতে শেখে। তুলনাম লকভাবে মেয়েরা স্পষ্টভাবে কথা বলে, আগে বই পড়তে পারে এবং বিশেষ করে বানান ও ব্যাকরণ পরীক্ষায় সবসময় ভাল করে। গবেষকদের মতে কোন কিছু শেখানোর সময় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেয় বলে সম্ভবত এরকম হয়। কিন্তু যুক্তিপূর্ণ ভাষা পড়ে বোঝা, শব্দ সম্ভার ইত্যাদি অভীক্ষার ফলাফল সবসময় সমাঞ্জস্যপূর্ণ হয় নি। হাইড (১৯৮১) এক পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন যে, সাধারণ জনসমষ্টির ভাষা দক্ষতার ক্ষেত্রে শতকরা ১ ভাগ পার্থক্য লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে।

পড়ার দক্ষতার ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে গবেষকরা লেখাপড়ার দক্ষতার উপর সংস্কৃতি কোন ধরনের প্রভাব রাখে তা উল্লেখ করেছেন। আমেরিকা ও জার্মানির মত দুটো ভিন্ন সংস্কৃতির চতুর্থ এবং ষষ্ঠ গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পরিচালিত গবেষণায় জানা যায় যে আমেরিকান ছাত্রীদের পাঠদক্ষতা ছাত্রদের চেয়ে ভাল এবং জার্মান ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত হয়েছে। এরকম ফলাফলের কারণ হিসাবে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, পাঠজনিত সমস্যা জার্মান ছাত্রদের চেয়ে আমেরিকার ছাত্রদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। জার্মানীরা ছাত্রদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও জার্মানীর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা অধিকাংশই পুরুষ এবং সে সমাজে পড়া এবং শেখা পৌরুষোচিত কাজ বলে বিবেচিত হয়। এসব গবেষণা পাঠ দক্ষতার ছেলে মেয়ের মধ্যে পার্থক্যের জন্য সংস্কৃতির প্রভাব যে জৈবিক প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সে যুক্তির সমর্থন যোগায়।

গাণিতিক দক্ষতা (Mathematical Ability)

অনেক গবেষণায় দেখা যায়, স্কুল পূর্ব বয়সে গাণিতিক দক্ষতায় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট বোঝা যায় না। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের শেষ দিকে ছেলেদের গাণিতিক দক্ষতা মেয়েদের ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে এবং সে পার্থক্য ক্রমশঃ উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ এবং প্রাপ্ত বয়সে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এ থেকে কোন কোন গবেষক ধারণা করেন যে, জন্মগতভাবেই ছেলে ও মেয়ের গাণিতিক ক্ষমতা পৃথক। কিন্তু এরকম ধারণার জোরালো সমর্থন নেই। জনৈক গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, সাম্প্রতিককালে এর চেয়ে অনেক বেশি গবেষণায় অঙ্কের দক্ষতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছেলেদের প্রাধান্য দেখা যায়নি। নতুন নতুন অন্যান্য গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে, গাণিতিক যুক্তি বা দক্ষতায় পুরুষের যে কোন উৎকর্ষতা চিরাচরিত প্রথায় যেভাবে তাদের গণিত শিক্ষা দেওয়া হয় সে কারণে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সব সময় একজন ব্যক্তিকে গণিতে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উৎসাহ দান করা হয় কিন্তু ছোট ছোট দলে সহযোগিতা বজায় রেখে অঙ্ক শেখানো হয় না। গণিত সম্পর্কে উল্লেখিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যখন গণিতের মূল নীতি সহযোগিতাম লক দলীয় পরিস্থিতিতে শেখানো হয় তখন মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভাল করে।

সংস্কৃতির প্রত্যাশা এবং গণিত

আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতেও দেখতে পাই সংস্কৃতি পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন ভূমিকা পালন সম্পর্কে প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কিছু বুঝায় না। পুরুষ ও নারী সম্পর্কে এই সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা গণিতের লেখাপড়া ও তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দু'টি সূত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম স ত্রটি হল, সুইডেনে পারিচালিত কিছু গবেষণায় যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে গণিতে কৃতিত্ব লাভের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের পার্থক্য কম। অন্য সূত্র অনুযায়ী শুধু বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে অন্যান্য পরিবেশের মত নারী এবং পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা পূরণের আবশ্যকতা নেই সেখানে মেয়েরা নারী-পুরুষের বৈষম্য একভাবে উপলব্ধি করে না। এরকম পরিস্থিতিতে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে সহশিক্ষা স্কুলের মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।

বস্তুর অবস্থান বোঝার ক্ষমতা (Spatial Ability)

অবস্থান বিষয়ক ক্ষমতা এবং জৈবিক উপাদান

একটি জিনিষকে ঘোরানো হলে সেটির প্রকৃত আকৃতি সনাক্ত করা, অন্যান্য নানা রকম আকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি নির্দিষ্ট আকৃতি সনাক্ত করা, অথবা বিনা চেষ্টায় একটি ত্রি-মাত্রিক বস্তুকে যথাযথ

প্রেক্ষিতে আঁকার ক্ষমতা ইত্যাদি এ জাতীয় ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে পুরুষরা নারীর চেয়ে একভাবে ভাল করে বলে দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, বুদ্ধি সংক্রান্ত দক্ষতায় লিঙ্গগত যত পার্থক্য পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে অবস্থান বিষয়ক পার্থক্য সব সময় এক রকম হওয়ায় এ পার্থক্যের উৎস ছেলে ও মেয়ের লিঙ্গ নির্ধারণকারী জিন্‌স্। যদিও এর সমর্থক বেশ কিছু গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে তবুও সেসব প্রমাণ কদাচিৎ বিস্ময় উৎপন্ন করে। জনৈক গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, সচরাচর জনসমষ্টিতে ছেলে মেয়ের মধ্যে অবস্থান বিষয়ক পার্থক্যের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের বেশি নয়।

সমস্যার সমাধান (Problem Solving)

এবার দেখা যাক, বুদ্ধির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমস্যা সমাধান করার দক্ষতার মধ্যে পুরুষ-নারীর পার্থক্যের বিষয়টি। গবেষণাগুলোয় যখন সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী নৈপূণ্য এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার ধরণ (Cognitive Style) ইত্যাদিতে পুরুষ নারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে তখন মিশ্রিত ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত এগুলো জটিল ধারণা (Concepts) বলে এমনটি হয়েছে মনে করা হয়। সব গবেষণায় একভাবে যা পাওয়া গিয়েছে সেটি হল সমস্যা সমাধানের রীতিবদ্ধ প্রণালী অতিক্রম, নতুন পদ্ধতি অবলম্বনে সমাধানের চেষ্টা এবং সাধারণত যে প্রেক্ষাপটে সমস্যাটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত রাখা (Field Independence) ইত্যাদিতে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। শেষের এই দক্ষতার অর্থ হচ্ছে কোন কোন প্রকার শিক্ষণ পরিস্থিতির অপ্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত (Cues) গুলোর প্রতি পুরুষরা কম আকৃষ্ট হয়। আরও দেখা যায় পরুষদের ধারণা শেখার পরিস্থিতিতে ধারণাগুলোর অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো উপেক্ষা করে সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যাপকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য দুটি গবেষণায় পুরুষের মধ্যে ঝুঁকি গ্রহণ পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত বেশি কৌতূহল প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য পুরুষকে অধিকাংশ সমস্যা সমাধানম লক অভীক্ষায় জয়ী হতে সাহায্য করে। কিন্তু মানব সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নারীর দক্ষতা পুরুষকে ছাড়িয়ে যেতে দেখা যায়।

সমস্যার প্রেক্ষাপটমুক্ত চিন্তা

সামাজিক মেলামেশা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান

স্কুলে কৃতিত্ব অর্জন (School Achievement)

স্কুলের পড়াশোনায় সাফল্য অর্জন বিষয়ে যত গবেষণা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোতে মেয়েরা বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে সব সময় গড়ে ছেলেদের চেয়ে স্কুলের পড়াশোনায় ভাল করেছে। এমন কি গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। উচ্চ বিদ্যালয়ে এ পার্থক্য ক্রমশঃ কমে আসে। কিন্তু সারা স্কুল জীবনে মেয়েদের পড়াশোনার যোগ্যতা বেশি স্থিতিশীল মনে হয় অর্থাৎ ছেলেদের মত বেশি হেরফের হয় না।

উপরে আলোচিত বুদ্ধির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন - সাধারণ বুদ্ধি, ভাষা, সংখ্যা এবং অবস্থান, সমস্যা সমাধান এবং স্কুলের কৃতিত্ব সম্পর্কে গবেষণাগুলোতে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে শিক্ষক ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথকভাবে গণ্য করবেন। বুদ্ধি বিষয়ক দক্ষতার বন্টন (distribution) গুলো এত মিশ্রিত যে পরিসংখ্যানিক অর্থে সামান্যতম অর্থবহ পার্থক্যও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পুরুষ ও মহিলা এই দুই দলের জন্মগতভাবে নির্ধারিত শারীরিক পার্থক্যহেতু বুদ্ধ্যঙ্ক পৃথক হয় কিনা তা জানার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা সব সময়ই কৌতুহলী। চিরাচরিতভাবে শিক্ষণীয় কিছু কিছু বিষয় শেখার মত দক্ষতা মহিলাদের মধ্যে অনুপস্থিত এরকম ধারণা সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু পুরুষ ও মহিলার বুদ্ধির পার্থক্য সম্পর্কে যত গবেষণা হয়েছে তাতে প্রচলিত ধারণার জোরালো সমর্থন পাওয়া যায় নি। বর্তমানে তাই মনে করা হয় যে, পুরুষ ও মহিলার বুদ্ধির পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত সামাজিক মূল্যবোধের উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

- *সংক্ষিপ্ত উত্তরম লক প্রশ্ন*

১। ছেলে ও মেয়ের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সময় কোন কোন বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন?

২। ভাষা দক্ষতার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কি রকম পার্থক্য দেখা যায়? এরকম পার্থক্যের সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩। ছেলে ও মেয়ের গাণিতিক দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

৪। বস্তুর অবস্থান বোঝার ক্ষমতা বলতে কি বুঝায়? এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য যে উপাদানটি দায়ী সেটি কি বুঝিয়ে বলুন।

৫। সমস্যা সমাধানের কোন কোন দিকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? গবেষণাভিত্তিক তথ্যের সাহায্যে এরকম পার্থক্য সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করুন।

পাঠ ২

আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শহর-গ্রামের পার্থক্য

[Social-Class Differences and Urban-Rural Differences]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীর উপর তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- আর্থ-সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও পড়াশোনার কৃতিত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গ্রাম ও শহরে বসবাস শিশুর শিক্ষার উপর কি রকম প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পূর্ববর্তী ইউনিটের পাঠগুলোর আলোচনা থেকে আমরা বুদ্ধি কাকে বলে, কিভাবে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায় ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি। এখন প্রশ্ন হল, বুদ্ধি কিসের দ্বারা নির্ধারিত? আমরা এও জেনেছি যে একটি সমাজের সংস্কৃতি সে সমাজের অধিবাসীদের মনন, চিন্তা, মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। সে কারণে একই পরিবেশ বা সংস্কৃতির বাহক একটি দলের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত জৈবিক কারণজনিত ধরা হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ বিশিষ্ট দলের বুদ্ধি বৃত্তি ও শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে যে দলীয় পার্থক্য বিদ্যমান তার কারণ কি? বহুদিন ধরে গবেষকরা এ প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করছেন। গবেষকদের মতে, দলীয় পার্থক্যের কারণ যদি জৈবিক হয়ে থাকে তবে তার মাত্রার পরিমাণ কতটুকু তা নির্ধারণ করার মত পদ্ধতি কারও জানা নেই বলে সবার বিশ্বাস। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পরিবেশ বুদ্ধি ও কৃতিত্বকে প্রভাবিত করে। সেদিক থেকে প্রথমেই গৃহ পরিবেশের কথা ধরা যাক যা শিশুর বুদ্ধি ও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে মনে হয়। এই পরিবেশ পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বসবাসের স্থান (গ্রাম ও শহর) অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়ে থাকে।

এখন আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে কি বুঝায় এবং শিশুর শিক্ষাদীক্ষা ও বিকাশের উপর এর ভিন্নতা কি প্রভাব রাখে তা আলোচনা করা হবে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা সামাজিক শ্রেণী
(Socio-Economic Condition or Social Class)

জন্মের মূহুর্ত থেকে শিশুরা একটি সামাজিক শ্রেণীতে প্রবেশ করে যা সম্ভবতঃ কখনই পরিত্যাগ করবে না বা কোনদিন পরিত্যাগ করতে চাইবেও না। সামাজিক শ্রেণী সামাজিক পদমর্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করার একটি প্রণালী বিশেষ যা অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় একজন ব্যক্তির আপেক্ষিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বুঝায়। বিভিন্নভাবে সামাজিক শ্রেণী পরিমাপ করা যায় যেমন- পরিবারের আয়, মা-বাবার পেশা এবং পরিবারের জীবনযাত্রার রূপ (যেমন - বাসার ধরণ, স্থান, মূল্যবোধ ইত্যাদি) এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা সাধারণত কয়েক প্রকার সামাজিক শ্রেণীর কথা বলে থাকি যেমন - নিম্ন, নিম্ন-মধ্য, মধ্য শ্রেণী, উচ্চ-মধ্য এবং উচ্চ আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা যার সংক্ষিপ্ত ইংরাজি প্রতিশব্দ হল ঝউঝ। শিশুদের যে ধরনের যত্ন ও লালন পালন করা হয়, লোকজনের সাথে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে যেসব সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, প্রারম্ভিক জীবনে যে রকম অনুকরণীয় আদর্শ ও শিক্ষার সুযোগ পায় তার সাথে প্রায়ই সামাজিক পদমর্যাদা জড়িত বলে ধরা হয়।

দুটি প্রজন্মে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গড় বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য

ডধষষবৎ (১৯৭১)-এর উল্লেখযোগ্য একটি গবেষণায় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বুদ্ধ্যঙ্ক এবং তাদের বাবার বুদ্ধ্যঙ্ক তুলনা করা হয়। বাবার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন তাদের বুদ্ধি অভীক্ষার স্কোর ব্যবহার করা হয়। বাবার সামাজিক মর্যাদার শ্রেণীর ভিত্তিতে দুই প্রজন্মের গড় বুদ্ধির চিত্র নিচে দেওয়া হল ঃ

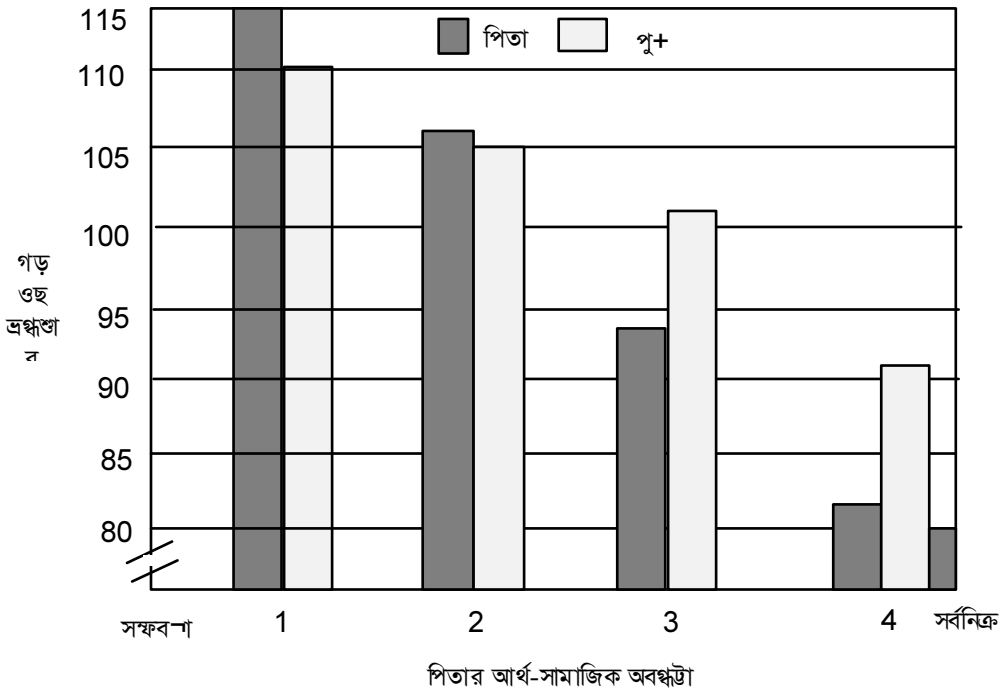

উৎস ঃ ওয়ালার (১৯৭১)

লেখচিত্র ২-২.১ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর পর দুটি জেনারেশনের গড় ওছ সাফল্যঙ্ক

উক্ত চিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে যে, বাবার সামাজিক পদমর্যাদা যত নেমে গিয়েছে বাবা ও ছেলের গড় বুদ্ধাঙ্ক একরকমভাবে কমে গিয়েছে। গড় বুদ্ধির পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। বাবাদের ক্ষেত্রে গড় ১১৫ থেকে নেমে ৮১ পর্যন্ত এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে গড়ের অবনতি ১১০ থেকে ৯২ পর্যন্ত । অন্যান্য আরও গবেষণায় একই রকম ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।

পেশা এবং বুদ্ধি

গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে যে, কোন কোন নির্দিষ্ট পেশার জন্য নির্দিষ্ট স্তরের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে লেখক, হিসাবরক্ষক, প্রকৌশলী এবং শিক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবিদের বুদ্ধি অভীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের গড় মান ১২০ এর উপরে, পক্ষান্তরে গরু/ঘোড়ার গাড়ীর চালক ও মুচি জাতীয় পেশাজীবিদের স্কোরের গড় ৯০ এর নিচে।

প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অথবা তাদের সন্তানদের গড় বুদ্ধির ক্ষেত্রে পেশাজনিত পার্থক্য ইংল্যান্ড, হাওয়াই, সোভিয়েট, রাশিয়া ও নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রে এবং শেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গিয়েছে।

অন্য আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে শ্রেণীকক্ষে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়ের তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা ক্লাসের কাজে খুব বেশি সময় ব্যস্ত থাকে, বেশি ইতিবাচক মন্তব্য করে।

আরও দেখা গিয়েছে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা শিক্ষকের সাথে কথাবার্তা কম বলে। অন্য আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে কথাবার্তার ধরন, বিষয়বস্তু ও কাঠামো ও শব্দ বৈচিত্র অনুযায়ী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক করা যায়।

উল্লেখিত গবেষণাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরিবারের আর্থ-সামাজিক মর্যাদাবহনকারী পরিবেশ যেখানে শিশুর জন্ম সেটি তার মূল্যায়িত বুদ্ধি ও শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতার প্রধান নির্ণায়ক। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গবেষকরা বলেছেন যে, যদি পারিপার্শ্বিক বিষয় কোন কোন দলকে পেশার উঁচু পর্যায়ে ওঠার অন্ত রায় হয় তবে সে দলগুলো পেশাভিত্তিক কাঠামোর নিচের স্তরে থেকে যায়। এখানে যে বিষয়টি কাজ করছে সেটি হল দারিদ্র চক্র (Poverty Circle)। যেসব মা-বাবার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা নিচু মানের হওয়ায় কম শিক্ষিত রয়ে গিয়েছেন তারা গৃহে এবং লোকালয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যা শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষমতা ও লেখাপড়ায় ভাল করার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। এসব শিশুই বড় হয়ে মা-বাবার ভূমিকায় সেই দারিদ্রের আবর্তে পড়েন। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম একইভাবে কম বেতন, কম মর্যাদা ও কম লেখাপড়ার উপযুক্ত পেশা নেয়।

শহর-গ্রামের পার্থক্য (Urban-Rural Differences)

বুদ্ধি এবং শেখার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের পার্থক্যের একটি বিশেষ রূপ দেখা যায়। সাধারণত শহর অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে কৃতিত্ব বেশি অর্জন করে। একটি বিখ্যাত গবেষণায় ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি মানকে (যথা - ভাষা দক্ষতা, অবাচনিক দক্ষতা, পড়ে বুঝতে পারা, গণিত এবং কলা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং মানবিক বিদ্যা বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান) গ্রাম-শহরের পার্থক্য দেখা গিয়েছে। অন্য আরেকটি গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রামীণ পরিবেশ উন্নত করা সম্ভব এবং বুদ্ধ্যঙ্কের উপর সে উন্নয়নের প্রভাব পড়ে।

দলীয় পার্থক্যের কারণ (Causes of Group Differences)

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, বুদ্ধি ও লেখাপড়া শেখার প্রবণতার ক্ষেত্রে (দলগত ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও শহর-গ্রাম) পার্থক্য বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হল এরকম পার্থক্যের কারণ কি? গবেষকেরা এরকম পার্থক্যের পিছনে প্রধানত তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন ঃ নির্বাচিত অভিবাসন (Selective Migration), পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব (Environmental Influence) এবং অভীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব (Test Bias)|

নির্বাচিত অভিবাসন

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হয় যে, অধিকতর যোগ্য লোকজনের অধিকতর সুবিধাজনক সামাজিক শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটে, উন্নত পেশা নেয়, ও উন্নত লোকালয়ে গমন করে। এদের উন্নতমানের বুদ্ধিমত্তা এসব সামাজিক সুবিধাদি লাভে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করে। তাদের উন্নতমানের বুদ্ধিমত্তা সমাজের এই অনুকূল অংশে সংরক্ষিত কার্যাবলী ও পরিবেশের উপযুক্ত হওয়ার মত অধিক দক্ষতা অর্জন ও সেসবের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার ঘটায়। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী একটি দল অথবা ব্যক্তি বিশেষের অধিকতর সুবিধাজনক সামাজিক শ্রেণী অথবা অবস্থানে উত্তরণের পূর্বেই বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য বিরাজ করে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে যেসব প্রমাণ রয়েছে তাতে দেখা যাবে যে, সূচনায় অধিকসংখ্যক বুদ্ধিমান লোকজন নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা গ্রহণ করে, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এবং গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে বসবাসের জন্য যায়।

পারিপার্শ্বিক প্রভাব

পরিবেশের প্রভাব বিষয়ক ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, শহরতলী অথবা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগোষ্ঠী এবং পরিবার বুদ্ধি অভীক্ষা দ্বারা পরিমাপণযোগ্য ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। বুদ্ধি অভীক্ষা যেসব নৈপূণ্য ও জ্ঞান পরিমাপ করে প্রায়ই সেরকম দৃশ্য, ধ্বনি, শব্দ এবং

ধারণা, সমস্যা ও তার সমাধান এর মত উদ্দীপনা সঞ্চারের মাধ্যমে সেগুলো বিকশিত হতে সাহায্য করে। তবে এসব উদ্দীপনার সঠিক প্রকৃতি এখন পর্যন্ত বিশদভাবে জানা যায় নি। এমন কি এখন পর্যন্ত কোন গবেষণায় কোন অভিজ্ঞতার জন্য গৃহস্থ পরিবারের শিশুদের চেয়ে শহরের শিশুরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে এগিয়ে থাকে তা নির্দিষ্টভাবে ধরা পড়ে নি। কিন্তু বংশগত উপাদান এককভাবে যে দলগত পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না সে সম্পর্কে সন্দেহ বহুদিন ধরে চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ঔবহংবহ (১৯৬৯) এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি যদিও বুদ্ধি স্কোরের পার্থক্যের জন্য প্রধানত বংশগতিকে দায়ী করেছেন তবুও তাঁর বক্তব্যে অভীক্ষা পরিচালনার পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিকতা কিভাবে প্রভাব রাখে তার একটি লক্ষ্যণীয় উদাহরণ রয়েছে। সেটি হল পরীক্ষা পরিস্থিতির সাথে পরিচিতির বিষয়।

অভীক্ষার পক্ষপাতিত্ব (Test Bias)

পরিমাপিত বুদ্ধি বনাম ব্যবহারিক বুদ্ধি

বুদ্ধির দলগত পার্থক্যের তৃতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, চিরাচরিত বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় যেসব দক্ষতা/নৈপূণ্য/সমস্যা অন্তর্ভুক্ত, যেভাবে সেসব লেখা হয়, প্রশ্নের যেসব উত্তর চাওয়া হয় তার সাথে বাস্ ব জগতের খুব কম মিল দেখা যায়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে ব্যবহারিক জীবনে বুদ্ধি নানাভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, খোলা সমুদ্রে ছোট নৌকা চালানোর নৈপূণ্য, দিনের ব্যস্ততম সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর জন্য কিভাবে দ্রুত যাওয়া যাবে সে রকম পথ খুঁজে বের করার ক্ষমতা বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। তাই স্কুলে যে বুদ্ধি পরিমাপ করা হয় সেটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা স্কুলে পড়াশোনা করে না তাদের বুদ্ধির প্রতিনিধিত্বকারী নয়। এভাবে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলো গ্রাম অথবা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বোধ ক্ষমতার বিকৃত রূপ বা সীমিত চিত্র প্রদান করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত অভীক্ষার বিষয়বস্তু

অভীক্ষার পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যাখ্যাটিতে বিশ্বাস করা হয় যে বুদ্ধি অভীক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলো সুবিধাভোগী দলের শিশুদের নাগালের মধ্যে। অভীক্ষায় যেসব শব্দ, ধারণা এবং সমস্যা ব্যবহার করা হয় সেগুলো এমন সব পরিস্থিতি থেকে নেওয়া যেগুলো মধ্যবিত্ত পরিবারের বা শহুরে পরিবেশের শিশুদের কাছে পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ, জনৈক গবেষক উল্লেখ করছেন যে, সবচেয়ে প্রসিদ্ধতম অভীক্ষার মধ্যে একটি অভীক্ষা অর্থাৎ স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি মানকের প্রশ্নগুলো যেসব খেলনা, পোষাক, আসবাব পত্র, গাড়ী, গাছপালা, রেলগাড়ী, ঘরবাড়ি সম্পর্কে করা হয়েছে সেসবের সাথে একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুর ঘনিষ্ট পরিচয় রয়েছে। এ অভীক্ষায় ঐ একই ধরনের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় শব্দ সম্ভার পরিমাপকারী পদগুলোয়।

দলগত পার্থক্য নিরসণের উপায়

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যদি অভীক্ষার বিষয়বস্তু থেকে উল্লেখিত পক্ষপাতিত্ব দূর করা যায় তবে বিভিন্ন দলের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য অদৃশ্য হবে বা কমে যাবে। কিন্তু তা করা হলে, একটি সমস্যা দেখা দেবে। কারণ, বিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় সাফল্য লাভের জন্য যেসব দক্ষতা প্রয়োজন বুদ্ধি অভীক্ষার উদ্দেশ্যও হচ্ছে সেসব পরিমাপ করা। গোটা সমাজব্যবস্থাই নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাভাবনাকে ঘিরে। অতএব, অভীক্ষা থেকে পক্ষপাতিত্ব সরানো হলে সেগুলো উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে।

সংস্কৃতির অনুকূল অভীক্ষা (Culturally Fair Tests)

১৯৫০ দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব মুক্ত বুদ্ধি অভীক্ষা প্রণয়নের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সচেষ্ট হন। উধারং এবং Eells (১৯৫৩) প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষায় শহরের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেগুলো দূর করে নতুন বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করেন। যেমন - অভীক্ষায় বিমর্ত চিন্তনের পরিবর্তে সাদামাটা ভাষায় লেখা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করেন। অভীক্ষাটি কমিক বই এর আকারে প্রকাশ করা হয় এবং খেলা হিসাবে পরিচালনা করা হয়। কিন্তু

এসব পরিবর্তন সত্বেও অভীক্ষাটির উদ্দেশ্য সফল হয়নি অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুরাই এ অভীক্ষায়ও ভাল স্কোর পেয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ বিশিষ্ট দলের বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে পার্থক্যের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য বহু গবেষণা করা হয়েছে। সেসব গবেষণায় আর্থসামাজিক অবস্থার পার্থক্যহেতু গৃহ পরিবেশের বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। এরকম বিভিন্নতা শিশুর বুদ্ধিমত্তা, লেখাপড়ার সাফল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর্থসামাজিক অবস্থার মত গ্রাম ও শহরের পরিবেশের ভিন্নতা বুদ্ধির ক্ষেত্রে দলগত পার্থক্য সৃষ্টি করে। এছাড়াও বুদ্ধি অভীক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন দলের বুদ্ধ্যঙ্কের উপর প্রভাব রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক (বৃত্তায়িত করুন)

১. সামাজিক শ্রেণী বলতে কি বুঝায়?
   ক. সামাজিক পদমর্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করার পদ্ধতি
   খ. গৃহের মর্যাদা
   গ. ব্যক্তির মর্যাদা
   ঘ. কোনটিই নয়

২. পিতা ও সন্তানের গড় বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক দেখা যায়?
   ক. একটি বাড়লে অন্যটি কমে
   খ. একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়ে
   গ. একটি কমলে অন্যটি বাড়ে
   ঘ. কোনই সম্পর্ক নেই

৩. ক্লাসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুরা কি রকম আচরণ করে?
   ক. কথা বেশি বলে
   খ. চুপ করে থাকে
   গ. কম কথা বলে
   ঘ. প্রশ্নের উত্তর দেয় না

৪. প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জেনসেন কোন উপাদানকে বুদ্ধির দলগত পার্থক্য সৃষ্টির কারণ মনে করেন?
   ক. পরিবেশ
   খ. স্কুল
   গ. বাবা-মা
   ঘ. বংশগত

৫. অভীক্ষার পক্ষপাতিত্ব বলতে কি বুঝায়?
   ক. অভীক্ষার দুরূহতা
   খ. বাস্তব সমস্যার কম মিল জীবনের সাথে
   গ. কৃত্রিমতা
   ঘ. কোনটিই নয়

৬. বুদ্ধি অভীক্ষার পক্ষপাতিত্ব কিভাবে দূর করা যায়?
   ক. সহজ পদ তৈরি করার মাধমে
   খ. সংস্কৃতির অনুকূল অভীক্ষা তৈরি করার মাধ্যমে
   গ. স্কুলে বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ না করে
   ঘ. অভীক্ষার উদ্দেশ্য গোপন রেখে

৭. বুদ্ধির দলগত পার্থক্য নিরসনের কার্যকর পন্থা কোনটি?
   ক. সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন
   খ. বুদ্ধি অভীক্ষার পক্ষপাতিত্ব দূর করা

গ. ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা
ঘ. যথাযথ প্রশিক্ষণ দান

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক মর্যাদা বলতে কি বুঝায়? গবেষণাভিত্তিক তথ্যসহ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. বুদ্ধির দলগত পার্থক্যের কারণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩. বুদ্ধির দলগত পার্থক্য নিরসনের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। খ, ৬। খ, ৭। খ

পাঠ ৩

বুদ্ধির উন্নয়নে গৃহের পরিবেশ
[Improving Intelligence : The Home-Environment]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বুদ্ধির উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো বুঝতে পারবেন
- গৃহ পরিবেশ বুদ্ধির দলগত পার্থক্যের জন্য কতটুকু দায়ী সে সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন
- গৃহ পরিবেশের মান নির্ধারণ করার পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবেন
- গৃহ পরিবেশের যেসব উপাদান বুদ্ধির বিকাশে প্রভাব রাখে সেগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

বুদ্ধির উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা

বর্তমানে বুদ্ধি সম্পর্কে যেসব গবেষণা চলছে তাতে প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হল পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে বুদ্ধির উন্নয়ন সম্ভব কি না। কারণ এখন পর্যন্ত নির্ভরতার সাথে বুদ্ধি বৃদ্ধি করার মত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় নি। কথাটি স্কুলের কৃতিত্ব অর্জন সম্পর্কে সম্পর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও কিছুটা প্রযোজ্য। কারণ, জাতি, সামাজিক শ্রেণী, গ্রাম-শহর ও আঞ্চলিক পার্থক্য বুদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় স্কুলে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি দেখা যায়। তাহলে সমস্যা হল বুদ্ধি ও স্কুল সাফল্যের মধ্যেকার পার্থক্য দূর করার বিষয়টি। আশার কথা এই যে, সমস্যাটি উদঘাটিত হয়েছে, গবেষকরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে এবং আগামীতে আরও দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গৃহ পরিবেশ এবং দলগত পার্থক্য

বিদেশে পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কালো ও সাদা, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, গ্রাম ও শহর এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের জনগনের গড় বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য ৮ থেকে ২০ পয়েন্ট পর্যন্ত । একই সাথে এসব ছেলে-মেয়ের স্কুলের সাফল্য লাভের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া গিয়েছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, একটি দলের অভ্যন্ত রের বুদ্ধ্যঙ্কের অভ্যন্ত রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনেকাংশেই জৈবিক কারণ প্রসূত তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এমন কোন উপায় আছে কি যার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক চলকে নিয়ন্ত্রণ করে দলগত প্রধান প্রধান পার্থক্য দূর করা যায় অথবা কমিয়ে আনা যায়? কারণ এগুলোই সমাজের একটি অংশকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবীর প্রেক্ষিতেই বুদ্ধির দলগত পার্থক্য শিক্ষাবিদদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সব সমাজেই একটি শ্রেণী অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, পেশার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সামাজিক এসব অন্যায়, অবিচার যদি দূর করা যায় তবে নিশ্চয়ই এদের নিম্নমানের গড় বুদ্ধি ও পড়াশোনায় কৃতিত্বের অভাব নিরসন করা সম্ভব। অতএব, শিক্ষাবিদদের করণীয় হল যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এসব বঞ্চনা ও অবহেলার ক্ষতিপূরণ হিসাবে শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

বংশগতি ও পরিবেশ বিষয়ক পাঠ থেকে আমরা জেনেছি যে, বংশগতি একরকম হলে অর্থাৎ একই মা-বাবার সন্তানদের বুদ্ধি ও স্কুলের কৃতিত্বের মধ্যে পার্থক্য পরিবেশের পার্থক্যের জন্য হয়। এখন প্রশ্ন হল পারিপার্শ্বিকতার পার্থক্যগুলো কি কি? আমরা যদি সেগুলো সনাক্ত করে তার ভিত্তিতে দরিদ্র ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারি তবে কি তাদের বুদ্ধি ও পড়াশোনায় সাফল্য অর্জনের অসুবিধাগুলো দূর হবে না?

বুদ্ধ্যঙ্কের উপর গৃহ পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অনেক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। বিদেশের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অশিক্ষিত অনুন্নত পরিবারের শিশু শিক্ষিত ও উন্নত পরিবারে পালক হিসাবে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে উন্নত বুদ্ধি ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে। কারণ, পালক নেওয়ার ফলে নতুন পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোন, গৃহ, সমবয়স্ক সঙ্গীসাথী, প্রতিবেশী, মহল্লা অর্থাৎ শিশুর সার্বিক প্রতিপালনের পরিবেশ বদলে গিয়েছে। ফ্রান্সে পরিচালিত একটি গবেষণায় বত্রিশজন চাকুরিজীবি মায়ের পরিত্যক্ত ৬ মাসের কম বয়সী সন্তানদের উচ্চ বিত্ত পরিবারে পালক দেওয়া হয়। পরে ঐ একই মাদের পরিত্যক্ত নয় এমন ঊনচলি-শটি সন্তানের বুদ্ধির বিকাশ উক্ত পালক শিশুর সাথে তুলনা করে দেখা গিয়েছে যে পালক শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক বৃদ্ধির হার ১৪ পয়েন্ট। এসব তথ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বুদ্ধির উপর গৃহ পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় প্রভাব কার্যকরী হয় এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। অন্য কথায়, গৃহ পরিবেশের কোন কোন চল বা উপাদান এরকম পার্থক্য সৃষ্টি করে আমরা তা জানতে পারলে শ্রেণীকক্ষে সেগুলো সমন্বিত করতে পারি।

গৃহ পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতি

গৃহ পরিবেশ মানক

গৃহের পরিবেশ, সামাজিক মর্যাদা, আর্থসামাজিক স্তর পরিমাপ করার মানকগুলো প্রধানত পরিবারের সম্পদ ও অবস্থাদি বিবেচনা করে। তবে বার্ক (১৯২৮) গৃহ পরিবেশ পরিমাপ করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তার আগে আর কোন গবেষণায় এত বিশদ এবং স ক্ষ্মভাবে পরিবেশকে মূল্যায়ন হয় নি। এ পদ্ধতিতে মাঠ সহকারীরা মা-বাবার মানসিক স্বাস্থ্য, তাদের সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধান ও শৈল্পিক রুচিসহ কয়েক ডজন পারিপার্শ্বিক চল পরিমাপ করে। এ মানকের সংস্কৃতি মানকের সাথে পালক শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্কের অনুবন্ধ সহসম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে .২১ এবং .২৫।

এর চেয়েও উন্নত মানক ব্যবহার করেছেন উলফ্ (১৯৬৪)। গৃহ পরিবেশের যেসব চল প্রত্যক্ষ বুদ্ধির নির্দিষ্ট গুণাবলীকে প্রভাবিত করে তিনি সেগুলো বিশে-ষণ করেন। যেমন- তিনি পরিবারের শিশুদের মা-বাবার মর্যাদা কি তা বিবেচনা না করে বরং সন্তান সন্ততির সাথে মিথষ্ক্রিয়ার সময় মা-বাবা কি করেন তা পরিমাপ করেন। পরিবেশের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য না নিয়ে তার কাছে যেগুলো প্রভাব বিস্তারকারী প্রক্রিয়া মনে হয়েছে যেগুলো নমুনা হিসাবে নিয়েছেন। এরপর তিনি পরিবেশের মানকটির সাথে একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক আছে কি না তা নির্ধারণ করেছেন।

সাধারণ বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যাবলী হিসাবে উল্‌ফ্‌ পরিবেশের নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সনাক্ত করেছেন ঃ

কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ছেলেমেয়ের উপর মা-বাবা কর্তৃক চাপ প্রয়োগ

মেয়ের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রত্যাশা, ছেলেমেয়ে সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ, সন্তানের বুদ্ধির বিকাশ সম্পর্কে যতটুকু জানেন এবং বুদ্ধিমত্তার ক্রমন্নোতি দেখে যে জাতীয় পুরষ্কার প্রদান করেন ইত্যাদি শিশুদের মধ্যে কৃতি প্রেষণা সৃষ্টির জন্য মা-বাবার চাপ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

মা-বাবা কর্তৃক ভাষা দক্ষতা অর্জনের তাগিদ

এর মধ্যে রয়েছে নানা রকম পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ, শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুযোগ দান, শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার উপর গুরুত্বদান, শিশুর সামনে সুন্দরভাবে কথা বলার মডেল উপস্থাপন করা।

মা-বাবা কর্তৃক গৃহ এবং গৃহের বাইরে (স্কুল ছাড়া) সাধারণভাবে শেখার সুযোগ দান

ছোটদের জন্য ছড়া, ছবির বই, ড্রইংয়ের সরঞ্জাম, বড়দের জন্য বইপত্র, সাময়িকী, লাইব্রেরীতে পড়াশোনার করার ব্যবস্থা এবং সহজে শেখার মত আরও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।

উল্‌ফ্‌ শহরের মধ্যে পশ্চিম অঞ্চলের একটি মাঝারি আকারের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার কয়েকটি সামাজিক শ্রেণীর পঞ্চম গ্রেডের ষাটজন প্রতিনিধিত্বকারী নমুনার উপর গবেষণা করেন। গৃহ পরিবেশের উপরে উল্লেখিত দিকগুলো সম্পর্কে নব্বই মিনিট ধরে তিনি তেষট্টিটি প্রশ্নের সাহায্যে মায়েদের সাক্ষাৎকার নেন অবশ্য মাঝে মাঝে বাবা ও মা-বাবা উভয়ের সাক্ষাৎকার নেন। এরপর তিনি গৃহ পরিবেশ মানকের স্কোর ও শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে সহসম্পর্ক নির্ণয় করেন। সহসম্পর্কের মান পাওয়া যায় .৭৩। তবে এরকম উঁচু সহসম্পর্ক দুটি চলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নাও হতে পারে। কারণ এই সহসম্পর্ক জন্মগতভাবে সন্তানের উপর মা-বাবার বুদ্ধির প্রভাব এবং মা-বাবার মূল্যবোধ ও আচরণের ফলে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক প্রভাব এর ফলেও উৎপন্ন হতে পারে। তবুও মা-বাবার বুদ্ধ্যঙ্ক এবং শিশুর বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে অনুবন্ধ পাওয়া গিয়েছে মাত্র .৫০। সুতরাং, বলা যায় যে উল্‌ফ্‌ হয়ত দেখিয়েছেন কিভাবে কিছু সংখ্যক পারিপার্শ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মা-বাবার বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

সম্প্রতি আমেরিকায় এশিয়ান-আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত বুদ্ধি অভীক্ষায় উঁচু স্কোর ও লেখাপড়ায় বেশি সাফল্য অর্জন করায় এদের গৃহ জীবন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ এর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিবরণে দেখা যায় যে, ম্যাসাচুসেটস্‌ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নবাগত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এশিয়ান-আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ২০ জনেরও বেশি। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি। প্রকৃত আমেরিকান শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ২ জন। লেখকের মতে এশিয়ান-আমেরিকানদের বেশি কৃতিত্ব অর্জনের ম লে রয়েছে পারিবারিক কিছু উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, এসব ছাত্র-ছাত্রীর মা কঠোর পরিশ্রম এবং স্কুলে সাফল্য অর্জনের অর্থনৈতিক উপকারিতার উপর বিশেষ জোর দেন, সব সময় কার্য সম্পাদন সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন এবং তাদের সন্তান সন্ততির কৃতকর্ম সম্পর্কে নিয়মিত অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন। ছেলেমেয়ে বাড়ির কাজ পাবে এবং করবে এরকম আশা করেন এবং টেলিভিশন দেখা সীমিত করেন।

গৃহের জীবনে সাংস্কৃতিক পার্থক্য

চীন, জাপান ও আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্ব স্ব দেশের প্রেক্ষিতে গাণিতিক দক্ষতার এক প্রস্থ তুলনাম লক পর্যালোচনা থেকে জানা যায় আমেরিকার শিশুদের ক্ষেত্রে শতকরা তেষট্টি জনের বাসায় পড়ার ডেস্ক রয়েছে কিন্তু চীনের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের এবং জাপানী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনের বাসায় পড়ার ডেস্ক রয়েছে। শতকরা আটাশজন আমেরিকার শিশুর মা-বাবা

গণিতের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য তাদের অঙ্ক কষার বই কিনে দিয়েছেন। চীন ও জাপানের এরকম মা-বাবার সংখ্যা ঐ সংখ্যার দ্বিগুন। বিজ্ঞানের বই আমেরিকার শতকরা ১ জন মা কিনে দিয়েছেন ; অন্যদিকে ৫১ জন চীনা মা ও ২৯ জন জাপানী মা শিশুকে বিজ্ঞানের ওয়ার্কবুক কিনে দিয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিবারের আবহাওয়া নির্ধারণ করে।

বুদ্ধি ও স্কুল সাফল্যের ক্ষেত্রে দলগত পার্থক্য প্রধানত গৃহ ও বিদ্যালয়ের রীতি নীতির ভিন্নতার কারণে হয়। গৃহ পরিবেশ উন্নত করে শিশুর বুদ্ধি ক্ষমতার উন্নতি সাধন যে সম্ভব সে সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহ পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। গৃহ পরিবেশে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য শিশুর উপর চাপ সৃষ্টি, ভাষা দক্ষতা অর্জনের তাগিদ, গৃহে পড়াশোনার সুব্যবস্থা বা উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি স্কুলে সাফল্য অর্জনের জন্য দায়ী বিবেচনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক (বৃত্তায়িত করুন)

১. বিদেশের গবেষণা অনুযায়ী দলগত গড় বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ কত?
   ক. ৬ থেকে ১৮ পয়েন্ট
   খ. ৯ থেকে ২১ পয়েন্ট
   গ. ৮ থেকে ২০ পয়েন্ট
   ঘ. ১০ থেকে ২২ পয়েন্ট

২. অশিক্ষিত পরিবারের শিশু শিক্ষিত পরিবারে প্রতিপালিত হলে বুদ্ধির উন্নতি হয় কি কারণে?
   ক. পরিবার শিক্ষিত বলে
   খ. শিশুর যথাযথ যত্ন হয় বলে
   গ. মা-বাবা যথেষ্ট সচেতন বলে
   ঘ. সার্বিক প্রতিপালন পদ্ধতির ভিন্নতা

৩. নিম্নলিখিত কোন কারণে বার্ক এর পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতি এত উল্লেখযোগ্য -
   ক. সর্বপ্রথম বিশদ ও সূক্ষ্মভাবে পরিবেশ মূল্যায়ন করেন
   খ. সর্বপ্রথম মা-বাবার মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করেন
   গ. সর্বপ্রথম পারিপার্শ্বিক চল পরিমাপ করেন
   ঘ. কোনটিই নয়

৪. উলফ-এর পরিবেশ মূল্যায়ন মানকের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
   ক. মা-বাবার মর্যাদার মূল্যায়ন
   খ. পরিবেশের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন
   গ. বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তারকারী চল মূল্যায়ন
   ঘ. সন্তানসন্ততির সাথে মা-বাবার মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব মূল্যায়ন

৫. আমেরিকায় এশিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি কৃতিত্ব অর্জনের কারণ কোনটি?
   ক. উন্নত গৃহ পরিবেশ
   খ. কঠোর পরিশ্রমী মা
   গ. কার্য সম্পাদন সম্পর্কে মায়ের উচ্চাশা পোষণ
   ঘ. পারিবারিক কিছু উপাদান

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরম লক প্রশ্ন

১. বুদ্ধি উন্নয়নের সমস্যাগুলো কি কি?

২. গৃহ পরিবেশ কীভাবে দলগত পার্থক্য সৃষ্টি করে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. গৃহ পরিবেশ মান কে তৈরি করেন? এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪. উদাহরণসহ বুদ্ধি ও স্কুল কৃতিত্বের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সংস্কৃতি নির্ধারিত গৃহ পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। ঘ, ৫। ঘ

পাঠ ৪

বুদ্ধির উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা
[Can Schooling Improve Intelligence]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বিদ্যালয় কিভাবে বুদ্ধির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে তার যুক্তি দিতে পারবেন
- বিদ্যালয়ে কোন কোন দিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে বুদ্ধি উন্নত হতে পারে সেগুলো বলতে পারবেন।
- এরকম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্বপক্ষে ও বিপক্ষের মতামতগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

বুদ্ধির উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখিত গবেষণায় আমরা দেখেছি যে, পালক গৃহ অথবা স্বাভাবিক গৃহ পরিবেশ শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ও কৃতিত্ব অর্জনের উপর কার্যকর প্রভাব রাখে। এসব গবেষণা শিক্ষাবিদদের জন্য গুরুত্ববহ কারণ আমরা যাকে বুদ্ধি ও কৃতিত্ব বলি সেসব দক্ষতা যে কিছুটা পরিবর্তন করা যায় উল্লেখিত গবেষণায় তার ইঙ্গিত রয়েছে। অবশ্য পরিবারগুলোকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় শুধুমাত্র মা-বাবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম ও শিশুর শিক্ষদীক্ষার ব্যাপারে তাদের খানিকটা প্রশিক্ষণ দান করার ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু সরাসরিভাবে গৃহ পরিবেশে হস্ত ক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে অনেক কিছু করা সম্ভব। এখন দেখা যাক্ বিদ্যালয় কোন কোন দিকে উন্নয়নম লক কার্যক্রম চালু করতে পারে?

কচি শিশুর উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন

অনেক আগে থেকেই শিক্ষাবিদরা যে ধারণা পোষণ করে আসছেন তা হল অল্প বয়স থেকে বুদ্ধির উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা হলে খুব ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নার্সারী ক্লাসের শিশুদের উপযোগী নানারকম শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন করার মাধ্যমে কচি বয়স থেকে শেখানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

দারিদ্রতাবশতঃ শিক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ দূর করে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা

দরিদ্র পরিবারের শিশুরা অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার। অর্থনৈতিক বঞ্চনার অর্থ হল কোন কিছু শেখার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নানা রকম উন্নত অভিজ্ঞতা লাভের অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। যেমন - নিঃস্ব, স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোতে সদস্যরা অল্প জায়গায় অনেকে একত্রে থাকে। এরকম জনবহুল গৃহ শিশুর জীবনের প্রথম বছরের অপর্যাপ্ত শেখার সুযোগ বাড়ন্ত বয়সে বুদ্ধি বিকাশের ধারাকে ব্যাহত করে। তিন বছর বয়সে শিশুর জীবনে পূর্ণ বয়স্ক মডেল (অর্থাৎ মা-বাবা, আত্নীয়-স্বজন) গুলো সীমিত এবং নিম্নমানের ভাষা উপস্থাপন করে। শিশুর প্রশ্নের অপর্যাপ্ত উত্তর এবং শিশুর অনুসন্ধিৎসাকে বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং, প্রারম্ভিক শৈশবে একটি শিশু লেখাপড়া সংক্রান্ত হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রারম্ভিক শৈশবেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রারম্ভিক শৈশবে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা

উপরোক্ত চিন্তাভাবনা থেকে সম্প্রতি শিক্ষাবিদরা যে প্রস্তাব করেছেন তা হল প্রারম্ভিক শৈশবে বস্তির গরীব শিশুদের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করানো হলে তার প্রথম শ্রেণীর পড়াশোনা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা যা পরবর্তীতে যথোপযুক্ত সাফল্য লাভের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো প্রতিহত করা যাবে। প্রাক বিদ্যালয় স্তরে শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর সময় অবশ্যই ভাষা শেখানো প্রয়োজন। এছাড়াও তথ্য মূল্যায়ন করা, পরিবেশের যথাযথভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা ইত্যাদি প্রয়োজন। অন্য কথায় সঙ্গতি বিধানের সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি বুঝতে সাহায্য করা

আবশ্যক। শ্রেণীকক্ষের সমৃদ্ধ পরিবেশে প্রচেষ্টা এবং ভুল (trial and error) প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উপরোক্ত দক্ষতা শিশুরা আরও ভালভাবে শিখবে।

ভাষা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিতর্ক

গরীব শিশুদের ভাষা প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে ভাষা নৈপূণ্যের অভাব রয়েছে এবং এ অবস্থাটি বুদ্ধি অভীক্ষায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার প্রধান শর্ত। অন্যান্যরা এ মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, এ জাতীয় বিশ্বাস শুধু যে ভিত্তিহীন তা নয় বরং জাতি বিদ্বেষ এর পরিচায়ক। এখন এই দুই ধরনের প্রবক্তাদের যুক্তিগুলো গবেষণাভিত্তিক তথ্যসহ আলোচনা করা হবে।

ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপের পক্ষে যুক্তি

ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য

ভাষা প্রশিক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তিদানকারীদের মতে কথার বিকাশে যথা- বিভিন্ন সংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরনের যে শব্দ শিশুরা উচ্চারণ করে তাতে সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক পার্থক্য রয়েছে। একটি তুলনাম লক গবেষণায় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা কথায় মধ্যবিত্তের তুলনায় সরল ব্যাকরণ বেশি ব্যবহার করে এবং ছাপানো বক্তব্যের সাথে কম মিল দেখা গেছে। এভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুকে কথা বলা থেকে পড়তে শেখার জন্য অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। আরও দেখা গিয়েছে যে, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কথাবার্তা কম নমনীয়, কম বদ্ধমূল ধারণামুক্ত এবং খুব কম বর্ণনাত্বক।

অনুন্নত ভাষা এবং চিন্তন

এ দলের অনেক ভাষাবিদদের মতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ভাষার এসব বৈশিষ্ট্য তাদের শিক্ষণ, চিন্তা, সমস্যার সমাধান এবং প্রাত্যহিক জীবনের উপর প্রভাব রাখে।

মায়ের শিক্ষাদানমূলক আচরণ

গবেষকরা শিশুকে কিছু শেখানোর ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মায়ের আচরণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮ সালের একটি গবেষণায় গবেষকরা পরীক্ষণ পরিস্থিতিতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মাকে শিশুকে কিছু কাজ শেখাতে বলেন। তাঁরা দেখতে পান নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মাদের প্রচেষ্টা কম কার্যকরী হয়েছে, তারা স্পষ্টভাবে কাজটি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি এবং সঠিক নির্দেশনাও দিতে পারেন নি। শিশুর মধ্যে কাজ করার আগ্রহ তেমন সৃষ্টি করতে পারেন নি এবং অধিকাংশ সময়ই কম আদেশ করেছেন যাতে নির্দেশনার সুর ছিল না। এতে মনে হয়েছে এসব মা এর আগে আর কখনও এভাবে সন্তানকে কিছু শেখান নি। গবেষণায় মায়ের নির্দেশনা এবং নির্দেশনার ভাষার উপর গুরুত্বদান প্রসঙ্গে বলা যায় যে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের প্রকৃতি উপকারী বা ক্ষতিকর উভয় প্রকার হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল পরিবেশকে সমৃদ্ধ করার চেয়ে ভাষা বিকাশকে শক্তিশালী করা কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কোন কোন গবেষক এর উত্তরে বলেছেন পাঁচশ ঘন্টার স্বাভাবিক প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে পশ্চাৎপদ শিশুদের জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত কার্যকর সমন্বিত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা। এরকম শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা তখনই শিশুরা অর্জন করতে পারবে যদি প্রাক বিদ্যালয় স্তরে বিদ্যালয়ের সাফল্য অর্জন করার শিক্ষা দেওয়া হয় অর্থাৎ লেখাপড়ার উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয় এবং নির্দিষ্টভাবে ভাষার বিকাশ সাধন করা হয়।

এ মত অনুযায়ী দরিদ্র হওয়ার কারণে বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা ভাষার বঞ্চনার ফলশ্রুতি বলা যায়। অতএব শিক্ষকের কাজ হল মডেল হয়ে পুরষ্কারসহ সরাসরি নির্দেশ দান করা এবং শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতাকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তার জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ না হয় বরং আরও বৃদ্ধি পায়।

ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপের বিপক্ষে যুক্তি

ভাষার উপর গুরুত্বদানকারী যুক্তিগুলো অন্যান্য অনেক গবেষক ও ভাষাবিদ খন্ডন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ওগবু (Ogbu, ১৯৮২) এর মতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ভাষা এত জটিল যে ভাব বিনিময় ও শিক্ষণ উন্নত হয় না। তাই তাদের ভাষা অনুন্নত বলার চেয়ে শিক্ষকের ভাষা থেকে পৃথক বলা যুক্তিযুক্ত। ওগবু বিশ্বাস করেন যে, আমেরিকায় নিম্নবিত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্যের বাধা সমস্যার প্রকৃত কারণ। উদাহরণ স্বরূপ, বর্ণের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা হেতু নিগ্রো ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে যে, চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বেকারত্ব ভবিষ্যতে চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। এই উপলব্ধি তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে লেখাপড়ায় ভাল করার ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেয়। সেজন্য নিগ্রো শিশুরা এমনকি বিদ্যালয় পূর্ব বয়সে বিদ্যালয়ে যে সময় ব্যয় করতে হয় তার চেয়ে কম সময়ে এবং সামান্য প্রচেষ্টায় অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল আয়ত্ব করে। আমেরিকার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সাদাদের উন্নত ইংরেজি শেখার জন্য নিগ্রোদের মত ভীতির সম্মুখীন হতে হয় না। সেজন্য ওগবু সুপারিশ করেছেন যে নিগ্রো শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে, বিদ্যালয় এবং নিগ্রোদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক অবিশ্বাস কমাতে হবে এবং আত্মরক্ষার কৌশলগুলো পাঠদান ও শিক্ষণের কাজে লাগাতে শেখাতে হবে। এভাবে দু'পক্ষের যুক্তিবাদীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

কোন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ বর্ণের মর্যাদা

বুদ্ধির উন্নয়নে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রারম্ভিক শৈশবের উপযুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন বিশেষ করে এরকম কার্যক্রমে ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিদ্যালয় দরিদ্র ও সংখ্যালঘু শিশুর শিক্ষার মান উন্নত করতে পারে। তবে ভাষার প্রশিক্ষণ দান সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। একদল বলেছেন যে এসব শিশুদের মধ্যে ভাষা নৈপূণ্যের অভাব রয়েছে ফলে প্রশিক্ষণ কার্যকরী হবে না। অন্যদল বলেছেন উক্ত ধারণা ভিত্তিহীন এবং জাতিবিদ্বেষ এর পরিচায়ক। এদের মতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুরা ছোটবেলা থেকেই চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য ও ভবিষ্যতে চাকুরি না পাওয়ার সম্ভাবনা বুঝতে পেরে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও শিক্ষকের এদের ভাষা শিক্ষকের ভাষা থেকে পৃথক হওয়ায় ভাব বিনিময় ও শিক্ষণ উন্নত হয় না। এভাবে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা সমসময়ই পড়াশোনার অযোগ্য বিবেচিত হয়।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন - ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক (বৃত্তায়িত করুন)

১. কচি শিশুর জন্য কোন স্তর থেকে বুদ্ধির উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা উচিত?
   ক. ১ম শ্রেণী থেকে
   খ. নার্সারী ক্লাস থেকে
   গ. স্কুল পূর্ব বয়স থেকে
   ঘ. জন্মের পর থেকে

২. দরিদ্র শিশুরা প্রধানত কোন বঞ্চনার শিকার?

ক. শিক্ষার বঞ্চনা
খ. চিকিৎসা সেবার বঞ্চনা
গ. অর্থনৈতিক বঞ্চনা
ঘ. খাদ্যের বঞ্চনা

৩. অর্থনৈতিক বঞ্চনা বলতে কি বুঝায়?
ক. টাকা পয়সার অভাব
খ. গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবা
গ. সঞ্চয়ের অভাব
ঘ. উন্নত অভিজ্ঞতা লাভের অপর্যাপ্ত সুযোগ

৪. বস্তির শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য আর কি শেখানো প্রয়োজন?
ক. ভাষা শেখানো
খ. মিতব্যয়ী হতে শেখানো
গ. সঙ্গতিবিধানের নীতি ও পদ্ধতি শেখানো
ঘ. কোনটিই নয়

৫. নিম্নবিত্ত শিশুদের জন্য কোন ধরনের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন?
ক. সমৃদ্ধ পরিবেশ
খ. সমৃদ্ধ ভাষা দক্ষতা অর্জন
গ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান
ঘ. সমন্বিত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা

৬. ওগবু-এর মতে দরিদ্র শিশুরা লেখাপড়ার প্রতি কম আগ্রহী কেন?
ক. বর্ণ বৈষম্যের জন্য
খ. অনুন্নত ভাষার জন্য
গ. চাকুরি না পাওয়ার জন্য
ঘ. শিক্ষিত লোকদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরম লক প্রশ্ন

১. বুদ্ধির উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

২. বুদ্ধির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন করা সম্ভব উদাহরণসহ সেগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩. বুদ্ধির উন্নয়নের জন্য ভাষা প্রশিক্ষণ কি অত্যাবশ্যক? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৪. নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অনুন্নত ভাষা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য তাদের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী? আমাদের দেশে দরিদ্র শিশুদের বুদ্ধি ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কয়েকটি সুপারিশ নির্দেশ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। গ, ৫। ঘ, ৬। ক

পাঠ ৫

বুদ্ধি উন্নয়নের বিভিন্ন শিক্ষাম লক কার্যক্রম

[Various Educational Programmes for Raising Intelligence]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সাম্প্রতিককালের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের বুদ্ধির উন্নয়ন সাধনকারী কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন
- প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের উপযোগী কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কিশোরদের উপযোগী কার্যক্রমের উপকারিতা বুঝতে পারবেন
- এসব কার্যক্রম আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য কি না তা বিচার করতে পারবেন।

প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাম লক কার্যক্রম
(Early Education Programmes)

১৯৬০ দশকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধি উন্নয়নের জন্য প্রাক-বিদ্যালয় স্তর ও কিশোর বয়সের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষাম লক কার্যক্রম পরীক্ষণম লকভাবে চালু করা হয়।

বহুদিন আগে থেকেই শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষাদীক্ষাকে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা নিরসনের উপায় হিসাবে প্রচার শুরু করেন। এসব পশ্চাৎপদতা ১ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করার সময় দেখা যায় এবং পরবর্তী ধাপগুলোতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০ সালের দিকে প্রথম নানা ধরনের উন্নত তাত্ত্বিক ধারণা, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করা হয় এবং একইসাথে সেসবের ফলাফলও যাচাই করা হয়।

একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় নিম্নবিত্ত দরিদ্র শিশুদের বুদ্ধি, কৃতিত্ব অর্জন, স্কুলের সফলতা, লক্ষ্য ও উচ্চাশা, নিজ সম্পর্কে ও স্কুলের পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাব ইত্যাদির উপর এ জাতীয় এগারটি কার্যক্রমের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়। কোন কোন কার্যক্রম ছিল কেন্দ্র ভিত্তিক (Centre Based) ; কোন কোনটি নার্সারি স্কুলে, অন্যান্য কয়েকটি গৃহভিত্তিক (Home Based) এবং অন্যান্য কয়েকটি ছিল আবার কেন্দ্র ও গৃহ উভয়ভিত্তিক। গৃহভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রধানত মাকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। একই সাথে এ কার্যক্রমের অধীনে নয় এমন একটি নিয়ন্ত্রিত দলও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত দলের শিশুরা নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে কয়েকটি দিকে ভাল করছে। যেমন ঃ

- বিশেষ শিক্ষার ক্লাসে যায় নি
- গর্ববোধ করার সময় কৃতকর্মের সাফল্য যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেছে

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায় নি। সেটি হল স্কুলের কাজে সহপাঠিদের সাথে নিজেকে ম ল্যায়ন করার সময় নিয়ন্ত্রিত দলের শিশুর চেয়ে কম অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

একই গবেষণায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দল ও নিয়ন্ত্রিত দলের উপর পরিচালিত কৃতি অভীক্ষা ও বুদ্ধি অভীক্ষার স্কোর তুলনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় দুটি দিক ছাড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশুরা গণিত, পাঠ ও বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় বেশি ভাল করেছে এবং শিশুর বিদ্যালয়ের পড়াশোনা সম্পর্কে মায়ের সন্তুষ্টি অনেক বেশি। এরকম ফলাফল থেকে গবেষকদের সিদ্ধান্ত হল ঃ যদি কয়েক বছর ধরে এ জাতীয় কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করা হয় তবে দেখা যাবে যে, প্রারম্ভিক শিক্ষা কার্যক্রম

স্কুলে পড়াশোনা করার যোগ্যতা, শিশুর মনোভাব ও মূল্যায়ন এবং নির্বাচিত পারিবারিক কিছু বিষয়ের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখে।

দীর্ঘ মেয়াদী কার্যকারিতা

অন্যান্য আরও অনেক গবেষণায় ৩-৪ বছর বয়সে এ পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ের অবস্থা ১৯ বছর বয়সে পর্যালোচনা করা হয়। তাতে দেখা গিয়েছে যে নিয়ন্ত্রিত দলের ছেলেমেয়ের চেয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারী অনেক বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেছে। নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় এসব দরিদ্র ছেলেমেয়ের শতকরা ২০ ভাগেরও কম অপরাধের জন্য পুলিশ দ্বারা ধৃত হয়েছে এবং প্রায় শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি চাকুরি পেয়েছে। আবার যখন সমাজের অর্থনৈতিক উপকারিতার প্রেক্ষিতে গবেষণার ফলাফল বিচার করা হয়েছে তখন অত্যন্ত চমৎকার সুফল লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন- ৩-৪ বছর বয়সে এক বছর এ কার্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য সরকারের যে ব্যয় করতে হয়েছে ১৯ বছর পরে সে ব্যয়ের অনেক বেশি লাভ সমাজে জমা হয়েছে। অর্থাৎ স্কুলে এ জাতীয় শিশুদের জন্য সংশোধনী ক্লাসের সংখ্যা কমেছে, অপরাধের হার কমেছে, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি সুফলগুলোর ফলে সমাজ জীবন কিছু পরিমাণে লাভবান হয়েছে। এভাবে দেখা হলে দেশে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রাক-বিদ্যালয় কার্যক্রম নিম্নবিত্তদের জন্য চালু করা হলে সম্ভবত সমাজ লাভবান হবে।

নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কিশোরদের উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম (Adolescent Educatoin)

জনৈক ইসরায়েলী মনোবিজ্ঞানী রিউভেন ফুয়েরস্টেইন (R. Feuerstein, ১৯৮০) উদ্ভাবিত বুদ্ধি উন্নয়নের একটি শিক্ষা কার্যক্রম বেশ ফলপ্রস বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর নাম অনুসরণে কার্যক্রমটি "Feuerstein's Programs for Improving Learning Potential" নামে পরিচিত। বুদ্ধি অভীক্ষায় চিরাচরিত ভাবে উত্তরদাতার পক্ষে ভুল সংশোধন করার বিধান বা সুযোগ থাকে না। কিন্তু ফুয়ের স্টেইন এর অভীক্ষা এর ব্যতিক্রম। এ পদ্ধতিতে অভীক্ষক শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে উত্তরদাতার মনে সমস্যাটি বুঝতে এবং আত্ম সমালোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করেন ফলে সঠিক ভাবে উত্তর দিতে শেখে। তাঁর মতে জ্ঞানীয় বিকাশ হল পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটনাক্রমিক শিক্ষণ ও মধ্যস্থতাকারী শিক্ষণ (Mediated Learning) উভয়ের ফলশ্রুতি। যে শিক্ষণে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে একটি সমস্যা বুঝা ও তার সমাধান করতে শেখানোর জন্য বিষয়বস্তুর মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরেন, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন, করণীয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সমাধানের স ত্র ধরিয়ে দেন এবং ভুল সংশোধন করে দেন তাকে মধ্যস্থতাকারী শিক্ষণ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন বাবা ছেলেকে বলেন, ''দোকান থেকে এক পাউন্ড পাউরুটি আন।'' মা বললেন ''দোকান থেকে ৪/৫ পাউন্ড পাউরুটি কিনে আন, তাহলে দোকান ছুটি উপলক্ষে কয়েকদিন বন্ধ থাকলে আমাদের ঘরে রুটি থাকবে।'' শিশু দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে প্রথম ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি শিখল। বাবার কথা থেকে শিশু কিছু সময়ব্যাপী একটি ঘটনা, অনমনীয় ধারণা, নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবনা ইত্যাদি মধ্যস্থতাকারী অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হল। সুখের কথা এই যে, মধ্যস্থতাকারী অভিজ্ঞতার সামান্য অভাব সংশোধন করা সম্ভব।

প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষা ও ফুয়ের স্টেইনের মানকের মধ্যে পার্থক্য

মধ্যস্থতাকারী শিক্ষণ প্রক্রিয়া

ফুয়েরস্টেইনের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যাবলী

ফুয়েরস্টেইনের কার্যক্রম আট থেকে আঠারো বছর বয়স্ক শিশু কিশোরদের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠায় বিমর্ত সমস্যার সমাধানমূলক উপকরণ এতে রয়েছে যেগুলো প্রতিদিন দুই তিনবার অনুশীলন করানো হলে শেষ করতে দুই তিন বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে অশিক্ষিত দরিদ্র শিশু কিশোরদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণগুলো অনুশীলনীর আকারে প্রত্যক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈপূণ্য শিখতে সাহায্য করে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অনেক কিশোর বুদ্ধি অভীক্ষায় কম স্কোর পায় এজন্য যে, তাদের বাবা মা অবহেলা, অজ্ঞতা বা উদাসীনতাবশতঃ তাদের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে মধ্যস্থতাকারী শিক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এ বিশ্বাস থেকেই তিনি স্বপ্রচেষ্টায় শেখার অত্যন্ত সমৃদ্ধ কার্যক্রম প্রণয়ন করেছেন (Instrumental Enrichment অথবা IE)। প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষার কোন কোন পদের সাথে তাঁর উপকরণের মিল রয়েছে যেমন- সাদৃশ্য নির্ণয়, লুকানো আকৃতি প্রত্যক্ষণ, সারিবদ্ধ সংখ্যা এবং অন্যান্য। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

প্রশিক্ষণ পর্যায়ের কার্যকারিতা

এবং স্বীয় আচরণ পরিচালনার উপর জোর দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষণীয় কার্যকলাপ কি এবং নিয়মানুগ পন্থায় চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীকে সচেতন করেন। কি শিখতে হবে, কোন দিকটির উপর বেশি মনোযোগ দিতে হবে, কোন জ্ঞান নির্ভুলভাবে আয়ত্ত্ব করতে হবে এবং নতুন পরিস্থিতিতে সেসব প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষক ছাত্রদের সচেতনতা অব্যাহত রাখেন। পূর্বে উল্লেখিত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ মতবাদের মত ফুয়ের স্টেইন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈপূণ্য যেগুলো শ্রেণীবিন্যাস সমস্যা, দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক থেকে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যা এবং বস্তুর স্থান সম্পর্ক সমস্যা (যেমন- ক>খ এবং খ>গ হয় তবে ক>গ) ইত্যাদি জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন সেগুলো নির্ধারণ করেন। এরপরে তিনি ছাত্রদের যে যে উপায়ে এ জাতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব সেভাবে চিন্তা করতে শেখান।

ফুয়েরস্টেইন শিক্ষা কার্যক্রমের প্রায়োগিকতা

ফুয়েরস্টেইনের উদ্ভাবিত বুদ্ধির উন্নয়ন সাধনকারী শিক্ষা পদ্ধতিটি ইসরায়েলে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য দেশে এ শিক্ষা কার্যক্রমটি ব্যবহার করা হলেও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া সম্ভব হয় নি। তবুও এটি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করে ভেনেজুয়েলার সরকার আশির দশকে স্টার্নবার্গ, গার্ডনার, ফুয়েরস্টেইন এবং অন্যান্যদের ধারণা একত্র করে একটি জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন করেছেন। এ কার্যক্রম বাস্ত বে কার্যকরী করার জন্য "Ministry of Human Intelligence" নামক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার এ উদ্যোগ থেকে অনুমান করা যায় যে, আমরা এখন বুদ্ধি সম্পর্কে যথেষ্ট জানি যা স্কুলগামী শিশুদের বুদ্ধি উন্নয়নের সহায়ক হবে। এ কার্যক্রমের ব্যাপক সম্ভাবনা লক্ষ্য করে জনৈক মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, যেভাবে পৃথিবীব্যাপী দেশীয় সম্পদ বিনিয়োগ ও রাজনৈতিক কৌশলগুলোর পরিকল্পনা করা হয় ঠিক সেভাবেই বিভিন্ন জাতি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে মানবজাতির জন্য উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধি ক্ষমতা অর্জনের পরিকল্পনা করতে পারে। যখন সর্বস্ত রের জনগণের বুদ্ধি নিয়মতান্ত্রিকভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পন্থাগুলো সুসংগঠিত হবে তখন মানবজাতি অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাখতে পেরেছে বলে মনে করা হবে এবং তখনই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আন্দোলন শেষ হবে।

শিক্ষকদের জন্য সুপারিশ ঃ ওছ স্কোর ব্যবহারে সাবধানতা (Guidelines for Teaching : Cautions in using IQ Scores)

উপরে উল্লেখিত পাঠগুলো থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, স্কুলে বুদ্ধি অভীক্ষা তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় ঃ ভবিষ্যত দক্ষতা সম্পর্কে পূর্বোক্তিকরণ, দক্ষতার ব্যাখ্যাদান এবং পাঠদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণীবদ্ধ করা। আপনার শিক্ষকতার জীবনে বুদ্ধ্যঙ্ক কখনও উপরোক্ত উদ্দেশ্যে হয়ত ব্যবহার করেন নি সত্যি তবে অন্য পন্থায় অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মেধা মূল্যায়ন করেছেন। তবুও কোন না কোন সময় আপনি শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিবরণ পেতে পারেন। এছাড়াও এক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাম লক কার্যক্রম প্রণয়নকারী কোন দলের সদস্য হলে বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোর দেখতে পাবেন। অতএব দুটি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে ঃ (১) বুদ্ধ্যঙ্ক ব্যবহার করার উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো এবং (২) বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোর ব্যবহারের নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো।

বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোরের ভিত্তিতে ভবিষ্যত সাফল্য সম্পর্কে পূর্বোক্তিকরণ

একটি কথা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, বুদ্ধি অভীক্ষাগুলো প্রধানত স্কুলের লেখাপড়ায় সাফল্য লাভ করার প্রয়োজনীয় নৈপ ণ্যগুলো পরিমাপ করে। যথা ঃ উন্নত ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, অখন্ড মনোযোগ দানের ক্ষমতা এবং বোধগম্যতা। এর সবগুলোই শিক্ষালব্ধ নৈপূণ্য যার সাথে স্কুলের জ্ঞান অর্জনের মধ্যম ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। যে শিক্ষার্থী একটি বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় ঐসব নৈপূণ্য দেখাতে পারবে তার অবশিষ্ট স্কুল জীবনে এরকম নৈপূণ্য অব্যাহত থাকে বলা যায়।

বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোরের এরকম উপকারিতা থাকলেও আরও বেশ কিছু বিষয় বুদ্ধ্যঙ্ককে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ অভীক্ষণের পরিস্থিতি, অভীক্ষণের সময়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের রূপ, প্রেষণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। অতএব শিশুর শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না তা সর্বপ্রথম বুদ্ধ্যঙ্ক লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। এরপর আপনার পাঠদানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আরও অন্যান্য নৈপূণ্য পরিমাপ করবেন।

স্কুলের সাফল্য ব্যাখ্যা করার জন্য বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যবহার

স্কুল সাফল্য ব্যাখ্যা করার সময় মনে রাখতে হবে বুদ্ধ্যঙ্ক সাফল্যাঙ্কের সাথে স্কুল কৃতিত্বের সম্পর্ক রয়েছে সত্যি তবে তা কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না। শুধু কম বুদ্ধ্যঙ্ক দেখে একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে এরকম মনে করবেন না। কারণ ক্লাসের পরীক্ষায় খারাপ করার অন্যান্য আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। সমগ্র শিক্ষণ পরিস্থিতি বিচার করুন। যে কোন নির্দিষ্ট বিষয় শেখার দক্ষতা থেকে একটি কাজ সে কতটুকু আয়ত্ত্ব করেছে এবং কতটুকু তাকে শিখতে হবে তা বোঝা যায় না।

দলগতভাবে পাঠ নির্দেশনা দানের জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোরের ব্যবহার

বিভিন্ন কারণে শিক্ষকরা প্রায়ই এক রকম বুদ্ধির অধিকারী শিশুর দলকে পাঠদান করতে পছন্দ করেন। আমরাও বিশ্বাস করি যে কোন কোন দিক থেকে সমান যোগ্যতার ভিত্তিতে গঠিত দলকে শেখানো বেশ সুবিধাজনক। কিন্তু শিক্ষণ সমস্যার অধিকারী শিশুদের যেমন- গুরুতর প্রতিবন্ধীকে শেখাতে হলে বুদ্ধ্যঙ্ক অনেকগুলো মানদন্ডের মধ্যে একটি হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বুদ্ধ্যঙ্ক ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত দিকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য কিছু সুপারিশ করা যায় ঃ

সুপারিশ ঃ শিক্ষার্থীকে বিশেষ শিক্ষা (Special Class) দান, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে রাখা/ভর্তি করা (যেমন- কলেজে ভর্তি) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কখনই একমাত্র বুদ্ধ্যঙ্কের উপর নির্ভর করবেন না। এরকম করা হলে বুদ্ধ্যঙ্কের অপপ্রয়োগ এবং সম্ভবত ছাত্র বা ছাত্রীটি নিগৃহীত হবে। এরকম যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তার অভিযোজন, আগ্রহ এবং নির্দিষ্ট পড়াশোনার নৈপূণ্য ইত্যাদি আরও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বুদ্ধ্যঙ্ক আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে তবে সেটিই একমাত্র শর্ত নয়।

বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে গৃহিত পাঠ নির্দেশনার সিদ্ধান্ত আপাতত বহাল রাখুন এবং ঘন ঘন সেটি পর্যালোচনা করুন ঃ ধরুন, একটি ছাত্র-ছাত্রী প্রমোশন না পাওয়ায় একই ক্লাসে আবার পড়ুক এরকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এখন আপনাকে নিজের সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করতে হবে। ছাত্রটির হয়ত দুই তিন মাস একই ক্লাসের পড়াশোনা করলেই পরবর্তী উঁচু ক্লাসের পড়াশোনা করতে পারবে। আবার এমনও হতে পারে যে এরকম ন তন পরিস্থিতিতে সে আগের চেয়ে পড়াশোনায় আরও খারাপ করছে। যদি ছাত্রটির একই ক্লাসে থেকেও আগের চেয়ে পড়াশোনার অগ্রগতি না দেখা যায় যত দ্রুত সম্ভব এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন।

আপনার শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিবৃত্তিক নৈপূণ্যের মাপক প্রণয়ন করুন ঃ কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের (যেমন-বুদ্ধি) উপর ভিত্তি করে শেখানোর চেষ্টা না করে বরং শেখার জন্য প্রয়োজন এমন নৈপূণ্যগুলোর উপর মনোনিবেশ করুন। প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিন কি শেখাতে চান এবং আপনার উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কোন কোন দক্ষতা বা নৈপূণ্য আবশ্যক। শিক্ষাদানের সময় বুদ্ধ্যঙ্কের চেয়ে নৈপূণ্যের অভাব মেটানোর প্রচেষ্টা অনেক বেশি লাভ বয়ে আনবে আপনার জন্য।

সব স্তরের শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার সম্পর্কে উন্নত ও অনুন্নত দেশের সমাজ সচেতনতার ফলে দরিদ্র নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের জন্য নানা রকম শিক্ষা কার্যক্রম উদ্ভাবন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট একটি আচরণ অর্থাৎ সামাজিক মেলামেশার নৈপূণ্য ছাড়া এসব শিক্ষাদান পদ্ধতি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর স্কুল পূর্ব বয়সী শিশুদের শিক্ষা স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার মত যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। কিশোর বয়সের জন্য ইসরায়েলের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফুয়েরস্টেইন প্রবর্তিত একটি কার্যক্রম বর্তমানে ইসরায়েলের বাইরে অন্যান্য দেশেও চালু করা হয়েছে। বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোর লেখাপড়া করার যোগ্যতার একমাত্র মানদন্ড নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার পশ্চাৎপদতা কোন শ্রেণী থেকে বুঝা যায়?
   ক. প্রথম শ্রেণী থেকে
   খ. দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে
   গ. পঞ্চম শ্রেণী থেকে
   ঘ. মাধ্যমিক পর্যায় থেকে

২. গৃহভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রধানত কাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?
   ক. শিশুকে
   খ. শিশুর পিতাকে
   গ. শিশুর মাকে
   ঘ. শিশুর ভাইবোনকে

৩. ফুয়েরস্টেইন এর কার্যক্রমে পরীক্ষকের ভূমিকা কি?
   ক. পাঠদান
   খ. কাজে সাহায্য দান
   গ. সাহায্য না করা
   ঘ. কোনটিই নয়

৪. ফুয়েরস্টেইনের মতে জ্ঞানীয় বিকাশ কিভাবে হয়?
   ক. পড়াশোনার মাধ্যমে
   খ. কাজ করার মাধ্যমে
   গ. সমস্যা সমাধান করার মাধ্যমে
   ঘ. মধ্যস্থতাকারী শিক্ষণের মাধ্যমে

৫. ফুয়েরস্টেইনের শিক্ষা কার্যক্রম কোন বয়সের উপযোগী?
   ক. ৭ থেকে ১৪ বছর
   খ. ৯ থেকে ১৯ বছর
   গ. ৮ থেকে ১৮ বছর
   ঘ. ৬ থেকে ১৮ বছর

৬. ফুয়েরস্টেইন এর শিক্ষাপদ্ধতির তাৎপর্য কোনটি?
   ক. নিম্নবিত্তদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন
   খ. কচি শিশুর কার্যক্রম প্রণয়ন আবশ্যক
   গ. কিশোরদের শিক্ষাদান আবশ্যক
   ঘ. সব জাতীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন

৭. বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোরের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সাফল্য বিচারের সময় কি করা প্রয়োজন?
   ক. বুদ্ধ্যঙ্কের উপর গুরুত্ব দেওয়া
   খ. সমগ্র শিক্ষণ পরিস্থিতি বিবেচনা করা

গ. মা-বাবার মতামত নেওয়া
ঘ. অভীক্ষার ভুল উত্তর পরিমাপ করা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমগুলো কীভাবে চালু করা হয়? গবেষণাভিত্তিক তথ্য উল্লেখ করে এর কার্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. কিশোর শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্ভাবক কে? এ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৩. আমাদের দেশে নিম্নবিত্ত দরিদ্র জনসাধারণের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা নিরূপণ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। ঘ, ৫। গ, ৬। ঘ, ৭। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক (বৃত্তায়িত করুন)

১. পিতা ও সন্তানের গড় বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক দেখা যায়?
   ক. একটি বাড়লে অন্যটি কমে
   খ. একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়ে
   গ. একটি কমলে অন্যটি বাড়ে
   ঘ. কোনই সম্পর্ক নেই

২. অশিক্ষিত পরিবারের শিশু শিক্ষিত পরিবারে প্রতিপালিত হলে বুদ্ধির উন্নতি হয় কি কারণে?
   ক. পরিবার শিক্ষিত বলে
   খ. শিশুর যথাযথ যত্ন হয় বলে
   গ. মা-বাবা যথেষ্ট সচেতন বলে
   ঘ. সার্বিক প্রতিপালন পদ্ধতির ভিন্নতা

৩. দরিদ্র শিশুরা প্রধানত কোন বঞ্চনার শিকার?
   ক. শিক্ষার বঞ্চনা
   খ. চিকিৎসা সেবার বঞ্চনা
   গ. অর্থনৈতিক বঞ্চনা
   ঘ. খাদ্যের বঞ্চনা

৪. গৃহভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রধানত কাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?
   ক. শিশুকে
   খ. শিশুর পিতাকে
   গ. শিশুর মাকে
   ঘ. শিশুর ভাইবোনকে

৫. ফুয়েরস্টেইন এর শিক্ষাপদ্ধতির তাৎপর্য কোনটি?
   ক. নিম্নবিত্তদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন
   খ. কচি শিশুর কার্যক্রম প্রণয়ন আবশ্যক
   গ. কিশোরদের শিক্ষাদান আবশ্যক
   ঘ. সব জাতীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ছেলে ও মেয়ের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সময় কোন কোন বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন?

২. সামাজিক মর্যাদা বলতে কি বুঝায়? গবেষণাভিত্তিক তথ্যসহ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. বুদ্ধি উন্নয়নের সমস্যাগুলো কি কি?

৪. বুদ্ধির উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

৫. বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমগুলো কীভাবে চালু করা হয়? গবেষণাভিত্তিক তথ্য উল্লেখ করে এর কার্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ঘ